যুগান্তর

তারিখ ... 26 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত মাদক নেয়

যুগান্তর ডেস্ক

সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের স্বর্গ বলে পরিচিত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর কত বড় বড় মনীষী এখানে পাঠ নিয়েছেন তার হিসাব সঠিক করে বলার দরকার নেই। কিন্তু হালে এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এক জরিপে গবেষকরা বলছেন, ক্যামব্রিজের প্রতি সাতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তত একজন মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। শুধু তাই নয়, প্রায় তিন ভাগের একভাগ শিক্ষার্থী নিয়মিত মাদক সেবন করে। ডেইলি মেইল অনলাইন পত্রিকায় এ বিষয় নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে তাদের কেন এমন নাজুক অবস্থা? অবশ্য এমন প্রশ্নেরও খুব সহজ-সোজা কারণের কথা বলেছেন গবেষকরা। তারা বলছেন, ক্যামব্রিজের পড়াশোনার খরচ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। এত পরিমাণে খরচ সামলানো শিক্ষার্থীদের বৈধ সামর্থ্যের মধ্যে না থাকায় শিক্ষার্থীরা মাদক বেচাকেনার সহজ পথটি বেছে নিয়েছে। এখানকার শিক্ষার্থীরাই যেহেতু মাদক সেবনকারী সেহেতু ক্যামব্রিজ ক্যাম্পাসেই এ ব্যবসার টাকা দিয়ে সহজেই পড়াশোনার ব্যয়ভার জোগাড় করা যায়। এ সম্পর্কিত গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, গাঁজা ও কোকেন শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে হাত বাড়ালেই তা পাওয়া যায়। এসব মাদকদ্রব্যের দামও অন্যান্য জায়গার চেয়ে অর্ধেক। বিগত ১০ বছরে এগুলোর ব্যবহারও অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে বলে গবেষণায় জানানো হয়। কখনও কখনও এসব নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার ফলে শিক্ষার্থীরা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। ফলে তাদের হাসপাতাল সেবা কিংবা চিকিৎসকের শরণাপন্নও হতে হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, ক্যামব্রিজে পড়াকালীন চাকরি জোগাড় করা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়ে, বিধায় শিক্ষার্থীরা টাকা আয়ের সহজ উপায় হিসেবে মাদক ব্যবসা বেছে নেয় বলে গবেষকদের জানিয়েছে। সাধারণত আন্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং এদের সংখ্যা প্রায় ৪৩৪ জন। ক্যামব্রিজের ১৫ ভাগ শিক্ষার্থী এমন মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুখপাত্র এমন গবেষণার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, ব্যাপারটি যদি সত্যিই এমন হয় তবে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তবে সে যাই হোক, ক্যামব্রিজ সম্পর্কে এমন তথ্য ক্যামব্রিজের শিক্ষার মান নিয়ে সবাইকে উদ্বিগ্ন করেছে বলে গবেষকরা দাবি করেন।